বিডা'র উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সভা

ঢাকা (2৪ জুলাই, ২০১৭):

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) দেশে অধিকতর বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে উদ্যোক্তাদের জন্য একটি নিবিড় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে যা বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম চলছে। এসব প্রশিক্ষকদের জন্যও একটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি যুগোপযোগী পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা আবশ্যক।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও এই প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে দেশের খ্যাতনামা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে এক সভা আজ সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় দিলকুশাস্থ বিডা'র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিডা'র বোর্ডরুমে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম।

বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান ফোকাস হচ্ছে ইনোভেশন। দেশে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ থেকে দুই ডিজিটে উন্নীত করতে গুণগত মানসম্পন্ন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান জিডিপি'র আকার ২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু আয় ১৬০০ মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হতে হলে সর্বনিম্ন মাথাপিছু আয় হতে হবে ১৫,০০০ মার্কিন ডলার এবং উক্ত সময়ে এ দেশের জনসংখ্যা ২০০ মিলিয়নে পৌঁছবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সে হিসাবে ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপি'র আকার হবে ৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বর্তমানের প্রায় ১২ গুণ। তিনি বলেন, এটি অর্জন কঠিন হলেও অসম্ভব কিছু নয়। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দেশে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন, ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রবর্তন, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ আর্থিক খাতে নানা সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

জনাব কাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম বলেন, দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরির জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিকট হতে আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশেষ করে বিডা গৃহীত কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের জন্য একটি যুগোপযোগী পাঠ্যসূচী প্রণয়নে। তিনি বলেন, আমরা উদ্যোক্তা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য এমন একটি পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে চাই যাতে সর্বোচ্চ হারে সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয় এবং ঝরে পড়ার হার ন্যূনতম হয়। তিনি আরো বলেন, একজন সফল উদ্যোক্তা তৈরি করতে হলে চারটি বিষয় তথা ধাপ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে: প্রথমত- তাঁকে বিনিয়োগে অনুপ্রেরণা প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করা, দ্বিতীয়ত- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ বিষয়ে দক্ষ ও জ্ঞানী হিসেবে গড়ে তোলা, তৃতীয়ত- ব্যবসা তথা বিনিয়োগের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে পুঁজি আহরণের সুযোগ করে দেয়া এবং চতুর্থত- প্রয়োজনে সুপরামর্শ প্রদান ও মেন্টরিংয়ের ব্যবস্থা রাখা।

সভায় বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন টেকনোলজি এর উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. আইয়ুব নবী খান, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস এর বিজনেস স্কুল এর ডিন ইমরান রহমান, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি'র প্রফেসর ড. অনুপ চৌধুরী, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক মাহরিন মামুন, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি, আহসান উল্লাহ ইউনিভার্সিটি ও শান্ত-মরিয়াম ইউনিভার্সিটি'র প্রতিনিধিসহ বিডা'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(ফয়সল হাসান)
সিনিয়র তথ্য অফিসার
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।